

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-১

নথি নং-সিইডিটি/কেইস (ভ্যাট)-১৩০/২০২০/৩

তারিখ: ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রায় ও আদেশের শিরোভাগ

উপস্থিত সদস্য

: ১। ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট

: ২। মোঃ সোহেল আহমেদ, সদস্য

১। আপীলকারী/আবেদনকারী

: স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক মন্ডিলেজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ

ঠিকানা: ১৪৭, ১৪৮, ১৫৩ ও ১৫৪, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর।

২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ

(ক) কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, ঢাকা-২, ঢাকা।

(খ) কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা উত্তর কমিশনারেট, বাড়ি # ২১, রোড # ২৭, সেক্টর # ০৭, উত্তরা, ঢাকা।

৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি

: জনাব মোশাররফ হোসেন, এসিএ

৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি

: জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, সহকারী কমিশনার

৫। মামলার শুনানী গ্রহণের তারিখ

: ৬-৯-২০২১ খ্রিঃ

৬। মামলার রায় প্রদানের তারিখ

: ২১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

: ৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।

৭। তর্কিত আদেশ নং, তারিখ এবং আদেশ

: কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, ঢাকা-২, ঢাকা কর্তৃক ২৭-৯-২০২০ তারিখে স্মারক নং- ৪-মূসক (১৭)/

আপিল/মন্ডিলেজ/আঃ কমিঃ/ঢাকা-২/২০২০/৪৯৬ মূলে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত।

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র

: ঢাকা উত্তর/মূসক-বাস্তঃ (১১৯)/উপকরণ-উৎপাদ সহগ/মন্ডিলেজ

বাংলাদেশ/২০১৯

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, ঢাকা-২, ঢাকা কর্তৃক ২৭-৯-২০২০ তারিখে স্মারক নং-৪-মূসক(১৭)/আপিল/মন্ডিলেজ/আঃ কমিঃ/ঢাকা-২/২০২০/৪৯৬ মূলে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা সংক্ষুদ্ধ হয়ে আপিলকারীপক্ষ মন্ডিলেজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ আপীলাত ট্রাইব্যুনালে আলোচ্য আপিল দায়ের করেন।

২. মন্ডিলেজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৩ ও ১৫৪, টঙ্গী শিল্প এলাকা, টঙ্গী, গাজীপুর নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯-৯-২০১৯ তারিখে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, টঙ্গী বিভাগে ০১(এক)টি পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণাপত্র (মূসক ৪.৩) দাখিল করেন। টঙ্গী বিভাগীয় দপ্তর হতে উক্ত ঘোষণাপত্র ২২-৯-২০১৯ তারিখে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা(উত্তর), ঢাকা দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে

দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের পণ্যগুলোর ন্যায্য বাজার মূল্য আদায়ের উপস্থিতিতে আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য

যাচাই করার জন্য কমিশনার একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১১-৩-২০২০ তারিখে কমিশনার এর দপ্তরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, ন্যায্য বাজার মূল্য বিষয়ক গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের এস.আর.ও. নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৪ এ বর্ণিত ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের তুলনামূলক পদ্ধতির আলোকে (Comparative Method) অতিরিক্ত কমিশনার ১৯-৩-২০২০ তারিখে আদেশ নং-৪২/২০২০ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপিলকারী প্রতিষ্ঠান কমিশনার, কাস্টমস, এন্ডাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, ঢাকা-২ বরাবর আপিল দায়ের করেন। উক্ত আপিলটি তামাদি হওয়ায় গ্রহণ করা হলো না মর্মে কমিশনার(আপিল) ২৭-৯-২০২০ তারিখে আদেশ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপিলকারী প্রতিষ্ঠান আপীলাত ট্রাইবুনালে এ আপিল দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয়

- ১। কমিশনার (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশটি আইন ও বিধি সংগত হয়েছে কিনা?
- ২। আপিলকারীপক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনা

বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২:

৩. পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় নং ১ ও ২ একত্রে আলোচনায় নেয়া হয়। শুনানীকালে উভয় পক্ষের বিজ্ঞ প্রতিনিধির পেশকৃত বক্তব্য শোনা হয়। আপিলকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণাপত্র (মসক ৪.৩), কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, এ আপিল মামলার আপিল আবেদন, রেসপনডেন্ট পক্ষের দফাওয়ারী জবাব, নথিতে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর আইন ও বিধি পর্যালোচনা করা হয়।

৪. শুনানীকালে আপিলকারী পক্ষের উপস্থিত প্রতিনিধি বলেন যে, “মহোদয়, আমরা যদি অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের আদেশের (পর্যালোচনা ও আদেশ এর অংশ) পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায় যে, আপিল আবেদনের অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লেখিত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৫-৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত ০৫ (পাঁচ)টি পণ্যের যথা- i) CDM Roast Almond 36G, ii) Bournville Cranberry 80G, iii) Chocolate Cadbury Fuse 80G, iv) CDM Silk RA 137G, v) Chocolate Cadbury Fuse 27.5G এবং তর্কিত পণ্যটির উপকরণ উৎপাদ সহগ ঘোষণার মূল্য সংযোজনের পরিমাণ কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং- ১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ ৮ মোতাবেক গড় বিবেচনায় নিয়ে ৩৬.৭৯% হার নির্ধারণ করেছেন, যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর যদি উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হয় তাহলে পর্যালোচনাকৃত সকল পণ্যের সংযোজনের হার হবে ৩৬.৭৯%। কেননা, অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয় তার পর্যালোচনায় উল্লেখ করেছেন ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এস আর ও নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী পরস্পর সহযোগী এইরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সরবরাহ প্রদান করা হলে যদি উক্ত সরবরাহের পণ্য ইতঃপূর্বে একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোন সরবরাহের পণ্যের তুলনায় ১০(দশ) শতাংশের বেশি হ্রাসপ্রাপ্ত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা হলে বিধি ৪ হতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যেহেতু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ২৫-৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত উপকরণ উৎপাদ সহগ ঘোষণার Chocolate Cadbury Fuse 27.5G এর বিপরীতে উল্লেখিত মূল্য সংযোজনের হার ৫৮.৪৭%। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের আদেশটি মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এমনকি অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের উপরে বর্ণিত বক্তব্যের স্ববিরোধী।

৫. অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের আদেশের পর্যালোচনার অংশে আরো উল্লেখ করেছেন যে, বেতন খাতে সংযোজন ০.৮৪%, ৪.৯৫%, ৪.০৮%, ৫.০৬% ৪.৩০%, ও ৬.৮০% দেখিয়েছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। মহোদয় ব্যবসায়ের সাধারণ রীতি ও হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি অনুযায়ী সকল পণ্যের Administrative, Selling and Distribution Expenses সহ প্রায় সকল খরচ এক হয় না বরং না হওয়াই স্বাভাবিক। আর যদি তাই হয়, তাহলে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক আইন, ২০১২ এর ধারা ২(৫৯) এ পণ্যের সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়োজন হইত না।

৬. অন্যদিকে, অনুচ্ছেদ ২ এর উল্লেখিত টেবিলে তর্কিত পণ্যটির মূল্য সংযোজনের হার ৪.০৫% উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বজনীন স্বীকৃত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক আইন, ২০১২ এর মূলনীতি হচ্ছে যেখানেই মূল্য সংযোজন হয় সেখানেই সরকার কর্তৃক মুসক প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহাতেই প্রমাণিত হয় অনুচ্ছেদ ১ এর বক্তব্য সঠিক ও তথ্য নির্ভর নয় এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক আইন, ২০১২ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অধিকন্তু, আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত আগাম কর (AT) মূলতঃ সরকারের কোনো রাজস্ব নয়, কেননা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩১ মোতাবেক মুসক নিবন্ধিত ব্যক্তি কে প্রথমে হ্রাসকারী সমন্বয় ও তৎপরবর্তীতে একই আইনের ধারা ৬৮ ও ধারা ৬৯ মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হয় এবং নিবন্ধিত নহে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই আইনের ধারা ৩১ ও উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধি ১৯ এর উপ-বিধি ৩ মোতাবেক ফেরত প্রদান করা হয়। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয়, আমদানি পর্যায়ের পরিশোধিত আগাম কর (AT) কোনো অবস্থাতেই সরকারের রাজস্ব নয়। যেহেতু আমদানি পর্যায়ের আদায়কৃত আগাম কর (AT) পরবর্তীতে সমন্বয় ও ফেরত প্রদান করা হয়।

৭. অন্যদিকে, আমাদের পর্যালোচনায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) কর্তৃক আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত আগাম কর (AT) কে সরকারের রাজস্ব বিবেচনা করেছেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে তর্কিত পণ্যটির ক্ষেত্রে স্থানীয় নীট মুসক রাজস্ব ঋনাত্মক হবে বলে উল্লেখ করেছেন যা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক আইন, ২০১২ এর ভুল চর্চা হিসাবে বিবেচিত। মহোদয় তর্কিত পণ্য সমূহের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (যে মূল্যে ভোক্তার নিকট বিক্রয় হয়) এর তুলনায় অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয় শুধুমাত্র আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়ের পর্যায়ে তাহার চেয়ে

অধিক মূল্য নির্ধারণ করেছেন, যাহা মুসক আইন ও মুসক চেইনকে প্রশ্নবদ্ধ করেছেন।

৮. অতিরিক্ত কমিশনার তর্কিত আদেশে আরো উল্লেখ করেছেন যে, ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোম্পানীর উল্লেখিত ভ্যালু চেইন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস, আর, ও নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক, তারিখঃ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক সমর্থিত নয়। যদি সমর্থিত না হয় তাহলে আমদানিকারকের নিকট হতে ক্রয় করে পরবর্তীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং উৎপাদনকারীর নিকট হতে ক্রয় করে পরবর্তী সরবরাহ পর্যায়ে কোন আইনের ভিত্তিতে মুসক দাবি/আদায় করা হয় বিষয়টি আমাদের বোধগম্য নয় এবং ব্যবসায়ের সাধারণ নীতির ও মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক আইন, ২০১২ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান।

৯. মহোদয় আপনি যদি ছক-১ এর গুণায়িত মূল্য পর্যালোচনা করেন সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের ঘোষিত মূল্য হইতে ন্যূনতম মূল্য বেশি এক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্যের অধিক মূল্যে গুণায়ন করা হয়েছে। ফলে আমরা অধিক মূল্যের উপর অধিক মুসক প্রদান করিয়াছি।

১০. মহোদয়, আমরা শুনানীর সময় অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়কে অবহিত করিয়াছি যে, তর্কিত পণ্যের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাপ্য পণ (কমার্শিয়াল ইনভয়েন্স অনুযায়ী) উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মুসক-৪.৩) অনুযায়ী কম। অতএব, ইহাতে প্রমাণিত হয়, আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পণ্য মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ করার পরও উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মুসক-৪.৩) এর কলাম ১০ ও ১১ এর নির্দেশনার ভিত্তিতে সংযোজন না হওয়া সত্ত্বেও সংযোজন প্রদর্শন পূর্বক মুসক প্রদান করিতেছি। আপনার সহজ রেফারেন্সের জন্য সংশ্লিষ্ট কর চালানপত্র (মুসক-৬.৩) এর কপি ও সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক চালানের কপি অত্র আপিল আবেদনের সহিত সংযোজনী হিসাবে সংযুক্ত করা হলো।

১১. মহোদয়, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক গুণক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী অভিন্ন সরবরাহ এবং সমজাতীয় সরবরাহের সংজ্ঞা বিদ্যমান আছে। উক্ত সংজ্ঞাসমূহ আপনার সহজ রেফারেন্সের জন্য নিম্নে উদ্ধৃতি করা হলো :

“অভিন্ন সরবরাহ (Identical Supply)” অর্থ এইরূপ কোনো সরবরাহ, যাহা—

(অ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ সর্বক্ষেত্রে, মূল্য প্রভাবিত করে না এইরূপ বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ব্যতিত, একইরূপ; এবং

(আ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের ক্ষেত্রে উহা যে ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত, সেই একই ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত এবং সেবার ক্ষেত্রে একই ভৌগোলিক এলাকায় প্রদত্ত; “সমজাতীয় সরবরাহ (Similar Supply)” অর্থ এইরূপ কোনো সরবরাহ, যাহা-

(অ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহের একইরূপ নহে, কিন্তু যাহার বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান একইরূপ এবং যাহা একইরূপ কার্য সমাধা করিতে সম এবং যাহা ট্রেডমার্ক, গুনাগুন ও খ্যাতির ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহের সহিত বিনিময়যোগ্য; এবং

(আ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের ক্ষেত্রে উহা যে ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত এবং সেবার ক্ষেত্রে একই ভৌগোলিক এলাকায় প্রদত্ত;

১২. পরবর্তীতে, ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের পরিস্থিতি বিধি ৩ এ বিদ্যমান। তাই আমাদের পণ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন/সমজাতীয় সরবরাহ গণ্য করার ক্ষেত্রে একই ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদন একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কারণ, আমাদের পণ্যগুলো আমদানিকৃত এবং পণ্যের মূল্য আমদানির দেশ ভেদে পরিবর্তন হয়। কিন্তু, অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয় কর্তৃক মূল্য সংযোজনের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্য পণ্যের সহিত তুলনা করেছেন যাহা সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান।

পূর্ববর্তী মামলার রেফারেন্স:

১৩. কোনো তথ্য বা প্রমাণ ছাড়া উপকরণ উৎপাদন সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) এর বিপরীতে বর্ধিত মূল্য নির্ধারণ, মূল্য সংযোজন বা লভ্যাংশের পরিমাণ বর্ধিত করে মূল্য অনুমোদন করা আইনসঙ্গত নয়। উক্ত বিষয়ে সম্পাদিত পূর্ববর্তী মামলার রেফারেন্স আপনার সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হল কেইস রেফারেন্স: নথি নং- সিইভিটি/কেইস (ভ্যাট)- ২৩১/২০০৯/২৮; তারিখ: ২০-৪-২০১৭ খ্রিঃ।

১৪. এই মামলার বিষয় এই যে মেসার্স আবুল খায়ের লিঃ, খাদিমপাড়া, ভাটিয়ারী, সীতাকুন্ডু, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কর্মকর্তা বরাবরে মূল্য ঘোষণা দাখিল করে। বিভাগীয় কর্মকর্তা মূল্য সংযোজন ঘোষিত লভ্যাংশ ২০৫২.৫০ টাকা কেটে ৮৫৫২.৫০ টাকায় বৃদ্ধি করে মূল্য ঘোষণা অনুমোদন করেন।

১৫. লভ্যাংশ বৃদ্ধি করার পক্ষে বিভাগীয় কর্মকর্তা কোনো যুক্তি বা তথ্য উপস্থাপন করেননি। আপীলকারীর বক্তব্য ছিল যে, কোন প্রকার বাজার জরীপ ছাড়া বা তদন্ত ছাড়া এভাবে লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা আইন সঙ্গত নয়। আপীলকারী বিভাগীয় কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম বরাবরে আপীল করেন। কমিশনার বিভাগীয় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখেন। অতঃপর আপীলকারী কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল আপীল দায়ের করেন। উক্ত মামলার রায়ে ট্রাইব্যুনাল মতামত ব্যক্ত করেন যে, রেসপন্ডেন্ট কর্তৃক উক্ত মূল্য সংযোজনের মধ্যে লভ্যাংশকে কোন তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বর্ধিত করা হয়েছে। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ ছাড়া মূল্য সংযোজন পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। সংযোজনের খাতের ব্যয় তথ্য লভ্যাংশ বৃদ্ধির পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট যুক্তি, প্রমাণ বা তথ্য উপস্থাপন করতে সক্ষম না হওয়ায় আপীলকারী কর্তৃক ঘোষিত মূল্য সংযোজন যৌক্তিক মর্মে ট্রাইব্যুনাল মতামত ব্যক্ত করেন এবং আপীলাত ট্রাইব্যুনাল বিজ্ঞ কমিশনারের আদেশটি বাতিল করেন। মহোদয়ের নিকট আকুল আবেদন, আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য ও যুক্তিগুলো গ্রহণপূর্বক আমাদেরকে আমাদের ঘোষিত মূল্যে মূসক প্রদানের সিদ্ধান্তে আত্মা হন। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি ঘোষিত মূল্যে বিক্রয় করে মূসক আদায় ও মূসক -৯.১ দাখিল করেছেন।”

রেসপন্ডেন্ট পক্ষের বক্তব্য

১৬. অপরদিকে রেসপন্ডেন্টপক্ষ আবেদন করেন যে, “আপীলকারী উল্লেখ করেছেন যে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট, ঢাকা(উত্তর), কর্তৃক তার একটি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ পূর্বক ১৯-৩-২০২০ তারিখে জারীকৃত আদেশের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট হয়ে তিনি বৈশ্বিক মহামারীর কারণে বিধিবদ্ধ ৯০দিন সময়ের মধ্যে রেসপন্ডেন্ট-১ এর নিকট আপিল দায়ের করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ কমিশনার (আপিল) যুক্তিসঙ্গত কারণে বিধিবদ্ধ ৯০ দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে ব্যর্থ

হলে উক্ত মেয়াদের পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আপিল দায়েরের অনুমতি প্রদানের এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫৩ দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও তিনি আপীলকারীর আবেদন বিবেচনা করেননি। আপীলকারীর এ বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট বিধান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কমিশনার (আপিল) পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আপিল দায়েরের অনুমতি প্রদানের এখতিয়ার প্রদান করা হলেও তা তিনি পরিপালন করতে বাধ্য নন। এ বিষয়ে রেসপনডেন্ট-২ এর আর কোন মন্তব্য নাই। আপিলকারী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল) এর আদেশে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বরাবর সুবিচার প্রাপ্তির আশায় আলোচ্য আপীল আবেদন দায়ের করেছেন।

১৭. আপিলকারী অভিযোগ করেছেন যে, রেসপনডেন্ট-২ অতি: কমিশনার মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর বিধানাবলী অনুসরণ না করে একটি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণপূর্বক আদেশ দান করেছেন। আপীলকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি তর্কিত আদেশদান কালে আইনের কোন বিধি বিধান ভঙ্গ করা হয়েছে। তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে পারেননি। আপিলকারী বিজ্ঞ অতি: কমিশনার কর্তৃক ১টি পণ্যের ক্ষেত্রে সংযোজনের হার ৩৬.৭৯% নির্ধারণ করায় তাকে তর্কিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, একরূপভাবে অন্যান্য পণ্যের সাথে তুলনা করে গড় মূল্য সংযোজনের হার নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং- ১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক তারিখ ১৩-৬-২০১৯ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা-২০১৯) এর পরিপন্থী। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ/আপীলকারী রেসপনডেন্ট অতি: কমিশনার এর আদেশখানি নানাভাবে তর্কিত করে বক্তব্য উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তার আলোচ্য আপীল আবেদনখানি সুনির্দিষ্টভাবে বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল) এর আদেশে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল বরাবর সুবিচার প্রাপ্তির আশায় দাখিল করা হয়েছে। সদয় লক্ষণীয় যে, বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল) অতি: কমিশনার মহোদয়ের আদেশের বিপরীতে বা এর মেরিট বিবেচনায় কোন সিদ্ধান্ত জারী করেননি। বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল) কর্তৃক ৫৩দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার সুবাদে আপীল আবেদনখানি গ্রহণ না করা আইনানুগ হয়েছে কি-না তা-ই আলোচ্য আপিল আবেদনের বিচার্য বিষয়। বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল) অতি: কমিশনার মহোদয়ের এর আদেশের বিপরীতে কোন

আপীল কার্যকর হয়নি বিধায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সুকৌশলে এ আদেশকে ট্রাইব্যুনালের বিচার্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্য করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

১৮. পরিশেষে আপীলকারী পুনরায় বিজ্ঞ কমিশনার (আপীল) অতি: কমিশনার মহোদয়ের আদেশের বিপরীতে প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী একটি আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হয়ে আপীল দায়ের করার কথা উল্লেখ করে অন্য একটি আদেশকে টেনে এনে এর প্রতিকার প্রার্থনা করেছেন। তার এ আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। আপীলকারীর উপস্থাপিত অন্যান্য বিষয় বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের বিবেচ্য বিষয়। রেসপনডেন্ট-২ এর পক্ষে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য নাই। সুতরাং যথাযথ রাজস্ব আহরণ ও ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত কামনা করা করা হলো।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

১৯. উভয় পক্ষের উল্লিখিত বক্তব্য বিবেচনায় নিয়ে ও সংশ্লিষ্ট দলিল ও নথিপত্র পাঠ করে দেখা যায় আপিলকারী প্রতিষ্ঠান মন্ডিলেজ বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯-৯-২০১৯ তারিখে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, টঙ্গী বিভাগে একটি পণ্যের উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণাপত্র (মুসক ৪.৩) দাখিল করেন। টঙ্গী বিভাগীয় দপ্তর হতে উক্ত ঘোষণাপত্র ২২-৯-২০১৯ তারিখে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (উত্তর), ঢাকা দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের পণ্যগুলোর ন্যায্য বাজার মূল্য যাচাই করার জন্য কমিশনার একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১১-৩-২০২০ তারিখে কমিশনার এর দপ্তরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, ন্যায্য বাজার মূল্য বিষয়ক গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের এসআরও. নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক, তারিখ ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৪ এ বর্ণিত ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের তুলনামূলক পদ্ধতির আলোকে (Comparative Method) অতিরিক্ত কমিশনার ১৯-৩-২০২০ তারিখে আদেশ নং- ৪২/২০২০ প্রদান করেন। উক্ত আদেশ দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে আপিলকারী প্রতিষ্ঠান কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, ঢাকা-২ বরাবর আপিল দায়ের

করেন। উক্ত আপিলটি তামাদি হওয়ায় গ্রহণ করা হলো না মর্মে কমিশনার(আপিল) ২৭-৯-২০২০ তারিখে আদেশ প্রদান করেন, যার ফলে আলোচ্য আপিলের উদ্ভব।

২০. আপিলাত ট্রাইব্যুনাল নথি পর্যালোচনায় আরো দেখতে পান যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ অনুযায়ী এবং ধারা ২ (৫৯) অনুযায়ী, করযোগ্য পণ্যের সরবরাহের “পণ” হবে, সরবরাহ মূল্য ও প্রদেয় মুসকের সমষ্টি। এক্ষেত্রে, আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত পণ্যের ক্ষেত্রে, সম্ভাব্য ‘পণ’ যথাযথ কিনা-তা সংশয়ের অবকাশ থাকায় এবং এর প্রেক্ষিতে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও. নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক, তারিখ: ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ অনুযায়ী উক্ত পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শুনানীতে বলেন যে, তারা তাদের পণ্য ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী (বিডি) লিঃ (একমাত্র পরিবেশক) এর মাধ্যমে বাজারজাত করেন। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করযোগ্য পণ্য সরবরাহ করেন। গঠিত কমিটিও তাদের প্রতিবেদনে একই বক্তব্য পেশ করেন। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের এস.আর.ও. নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক, তারিখ: ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩ (গ) অনুযায়ী পরস্পর সহযোগী এইরূপ ক্ষেত্র এবং বিক্রেতার মধ্যে সরবরাহ প্রদান করা হলে যদি উক্ত সরবরাহের পণ ইণ্ডপূর্বে একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহের পণের তুলনায় ১০ (দশ) শতাংশের বেশি হ্রাসপ্রাপ্ত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তা হলে বিধি ৪ হতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হবে মর্মে বিধান রয়েছে। সুতরাং আলোচ্য Biscuits oreo C/S/C BBERRY ICE Cream 137G পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা বিধি সম্মত।

২১. ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের এস.আর.ও. নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক, তারিখ: ১৩-৬-২০১৯ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৩ (২) অনুযায়ী ন্যায্য বাজার মূল্য নিরূপণ করার ক্ষেত্রে বিধি ৪ হতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতিসমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে বিধি ৪ হলো ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method)। এ বিধি মোতাবেক উক্ত বিধিতে, বর্ণিত একাধিক বিষয়ের মধ্যে, একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহ এবং অঞ্চল, দূরত্ব, বাজার ব্যবস্থা, পরিমাণ, ট্রেডমার্ক, গুণাগুণ, খ্যাতি, সরবরাহদাতা ও সরবরাহ গ্রহীতার শ্রেণী, পরিবহন মাধ্যম ইত্যাদিসহ

যৌক্তিক বিবেচনায় একই প্রকার সরবরাহের সহিত তুলনামূলক বিশ্লেষণকরতঃ ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের বিধান রয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত উপকরণ-উৎপাদ সহগ পর্যালোচনায় মুসক কর্তৃপক্ষ দেখতে পান যে, দাখিলকৃত সহগে বর্ণিত পণ্যসমূহ প্রতিষ্ঠানটির একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহ; আবার এই পণ্যসমূহ অঞ্চল, দূরত্ব, বাজার ব্যবস্থা, ট্রেডমার্ক, গুণাগুণ, খ্যাতি, সরবরাহদাতা ও সরবরাহ গ্রহীতার শ্রেণী, পরিবহন মাধ্যম ইত্যাদি বিবেচনায় একই প্রকার সরবরাহ। সুতরাং আপিলকারী প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, ন্যায্য বাজার মূল্য বিষয়ক গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্য নির্ধারণের এস.আর.ও. নং-১৮০-আইন/২০১৯/৩৭-মুসক, তারিখ: ১৩-৬-২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ৪ এ বর্ণিত ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের তুলনামূলক পদ্ধতির আলোকে (Comparative Method) অতিরিক্ত কমিশনার কর্তৃক যে আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তা যথাযথ ও সঠিক বলে আপিলাত ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

২২. উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা ও সার্বিক পর্যালোচনায় এ আপিলাত ট্রাইব্যুনাল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, অতিরিক্ত কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত মূল্য অনুমোদন আদেশ এবং কমিশনার(আপিল), ঢাকা-২ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত যথাযথ ও সঠিক বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আপিলটি নামঞ্জুরযোগ্য। উল্লিখিত অবস্থায় এ আপিল মামলার বিচার্য বিষয়দ্বয় আপিলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হল।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

এ আপিলটি উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীর মাধ্যমে নামঞ্জুর করা হল। অতিরিক্ত কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা(উত্তর), ঢাকা কর্তৃক ১৯-৩-২০২০ তারিখে প্রদত্ত আদেশ নং-৪২/২০২০ এবং কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট (আপিল) কমিশনারেট, ঢাকা-২, ঢাকা কর্তৃক ২৭-৯-২০২০ তারিখে স্মারক নং-৪-মুসক(১৭)/আপিল/মডিলেজ/আঃ কমিঃ/ঢাকা-২/২০২০/৪৯৬ মূলে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত এতদ্বারা বহাল রাখা হলো। এ রায়ের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জারী করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।

Ed.